প্রকাশনা ও অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) 🔳 সহযোগিতা : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) 🛮 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়





বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য <u>IIII</u>II



वेण्यिमिक वरे वार्णत जावन



বিশেষ ক্রোড়পত্র



২২ ফাল্পন ১৪২৯ ০৭ মার্চ ২০২৩

বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতার ইতিহাসে ৭ মার্চ একটি অবিস্মরণীয় দিন। 'ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ' উপলক্ষ্যে আমি স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

১৯৭১ সালের এই দিনে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বজ্রকণ্ঠে স্বাধীনতার ডাক দিয়ে ছিলেন। পুরো বাঙালি জাতি সেদিন মন্ত্রমুগ্ধের মতো অবগাহন করেছিলো রাজনীতির মহাকবি বঙ্গবন্ধুর অমর কবিতা। মাত্র ১৮ মিনিটের এই মহাকাব্যে ধ্বনিত হয়েছিল বাঙালি জাতির মুক্তির মহামন্ত্র। বঙ্গবন্ধুর শাণিত ও প্রদীপ্ত উচ্চারণে কেঁপে উঠেছিল পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের মসনদ। মূলত ৭ই মার্চের ভাষণেই নিপীড়িত-নির্যাতিত বাঙালি জাতি খুঁজে পেয়েছিল শোষণমুক্তির কাঞ্জিত পথ। তাই ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বাঙালির মুক্তির মহাকাব্য। স্বাধীনতা বাঙালির শ্রেষ্ঠ অর্জন। তবে তা একদিনে অর্জিত হয়নি। মহান ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১ এর চড়ান্ত বিজয় অর্জনের দীর্ঘ বন্ধর পথে বঙ্গবন্ধর অপরিসীম সাহস, সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং সঠিক দিকনির্দেশনা জাতিকে কাছিক্ষত লক্ষ্যে পৌছে দেয়। ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরন্ধুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা ওরু করে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১ মার্চ থেকে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার উদ্দেশ্যে এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। অনন্য বাগ্মিতা ও রাজনৈতিক প্রজায় ভাস্বর ওই ভাষণে বাঙালির আবেগ, স্বপ্ন ও আকাঞ্চাকে একসত্রে গেঁথে বঙ্গবন্ধু বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ঐতিহাসিক সেই ভাষণের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন বাঙালি জাতির বহুকাভিক্ষত স্বাধীনতা। দীর্ঘ নামাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ পৃথিবীর কালজয়ী ভাষণগুলোর অন্যতম। একটি ভাষণ কীভাবে গোটা জাতিকে জাগিয়ে তোলে, স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ তার অনন্য উদাহরণ। বাংলার মানুষের সাথে বঙ্গবন্ধুর আত্মার সম্পর্ক ছিলো। তাই তাঁর ভাষণে মূলত মানুষের মনের কথাগুলো ফুটে উঠেছিলো। ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের গুরুত্ উপলব্ধি করে ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর এ ভাষণকে World's Documentary Heritage-এর মর্যাদা দিয়ে Memory of the World International Register-এ অন্তর্ভুক্ত করেছে। বাঙালি হিসেবে এটি আমাদের বড়ো অর্জন। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ কেবল আমাদের নয় বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতাকামী মানুষের জন্যও প্রেরণার চিরন্তন উৎস হয়ে থাকবে।

স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশকে একটি সুখী-সমৃদ্ধ 'সোনার বাংলা'য় পরিণত করাই ছিল বঙ্গবন্ধুর আজীবনের লালিত স্বপ্ন। মহান এ নেতার সে স্বপ্ন পূরণে আমাদের অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে। বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ-স্মাট দেশে পরিণত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসি ২০৪১' ঘোষণা করেছেন। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে আমি দলমত নির্বিশেষে সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখার আহ্বান জানাই।

জয় বাংলা। খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।



মোঃ আবদুল হামিদ

মাঠটি ভাবেনি তাকে নিয়ে এত কিছু হবে

মিনার মনসুর

মাঠটি ভাবেনি তাকে নিয়ে এত কিছু হবে! তিনি আসবেন-বঞ্চনার দীর্ঘতম শীতে দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া বৃক্দেরা যথারীতি জয়ধ্বনি দেবে; পলাশ-শিমূল তার রক্তরাভা বুকে উড়াবে ফেস্টুন তপ্ত রেসকোর্স জুড়ে। মাঠটি দেখবে–যদিও হৃদয়ে তার অবিরাম দুর্বিনীত অশ্বক্ষুরধ্বনি। তবু অজ্ঞাত কারণে এইক্ষণে বুক তার ভরে আছে গুপ্ত এক জলের সুঘাণে; (শত চৈত্রের চাবুকে দগ্ধ বিক্ষত মাঠটি ভাবে)

এই পোড়া মাঠে কোথা থেকে আসে এমন সুঘাণ?

হানাদার শকুন গর্জন করে মাথার ওপরে; ইস্পাতের শিং নেড়ে নিচে দাপাদাপি করে গণ্ডারের পাল। সব রক্তফাঁদ গলে শত-সহস্র কৃষ্ণবিবর পায়ে দলে আদি অন্তহীন জলোচ্ছাসের মতোই তারা আসে-তারা আসে, তারা আসে, আসতেই থাকে। গণ্ডার জানতে চায়: কেন তারা আসে? তারা আসে– কেননা তাদের ভাঙা বুক, বিদীর্ণ পাঁজর, পায়েও শৃঙ্খল। কিন্তু মহাপরাক্রান্ত ইতিহাস কেন আজ হাঁসফাঁস করে এই জরাজীর্ণ মাঠে?

কে দেবে উত্তর তার-যখন গলদঘর্ম বিশ্বকর্মা স্বয়ং।

তিনি আসলেন। বললেন: দাবায়া রাখতে পারবানা। মুহূর্তে বদলে গেল সব। ভাঙা বুক হয়ে গেল বঙ্গোপসাগর। বিদীর্ণ পাঁজর থেকে পায়রার মতো উড়তে থাকল অনিঃশেষ আলোর ফোয়ারা। আতশবাজির মতো সব আকাশ রাঙিয়ে বাতাস বাজিয়ে আশ্চর্য মধুর শব্দে ভেত্তে পড়ল পদশৃঙ্খল। ইতিহাস তার মুক্ত দু হাত বাড়িয়ে দেয় বিহ্বল উদ্যানটির দিকে।

ডিএফপি নং. ১০/০৬.০৩.২০২৩

মাঠটি ভাবেনি তাকে নিয়ে এত কিছু হবে!

৭ই মার্চঃ বাঙালির ইতিহাসের বাঁকবদলের দিন

কামাল চৌধুরী

মার্চ মাস বাংলাদেশের জন্ম মাস--বাঙালির মুক্তি ও স্বাধীনতার মাস। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বাঙালির ইতিহাসের বাঁকবদল ঘটে গিয়েছিল। চর্যাপদের আবিষ্কার থেকে যদি হিসাব করি তাহলে বাঙ্গালির ইতিহাস হাজার বছর পেরিয়ে গেছে। এই সময়কালে জাতি হিসাবে নিজেদের প্রাতিশ্বিকতা জানান দিতে গিয়ে বাঙালিকে নানামুখী সংগ্রাম করতে হয়েছে। আন্দোলন, সশস্ত্র বিদ্রোহ কী নেই বাঙালির ইতিহাসে- এমন কী বিপ্লবীদের তালিকায়ও স্মরণীয় বহু নাম আছে। কিন্তু এসবের কোনোটাই ঐক্যবন্ধ বাঙালির সংগ্রাম বা আন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ ছিল না বরং ঘটমান বিদ্রোহ বা আন্দোলনের পেছনে কাজ করেছে কৃষক শ্রমিক সাধারণ মানুষের অসন্তোষ এবং এর রূপ ছিল অঞ্চলভিত্তিক। কখনো ধর্মীয় বাতাবরণে, কখনো জমিদার ও শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহের আকারে এসবের প্রকাশ আমরা দেখি। অধিকন্তু বলা যায়, বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলে তৎকালে সৃষ্ট বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভেতরে যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে তাও স্বাধীনতার চেতনা ছিল না -- বরং তা ছিল স্বাধিকার ও স্বজাত্যবোধের চেতনা। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর ভাষা, সংস্কৃতি ও দূরতের নিরিখে অস্বাভাবিক হলেও পূর্ববাংলার বাঙালিরা পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোয় থিতু হতে চেয়েছিল। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতের অন্য অঞ্চলের বাঙালিরা সর্বভারতীয় কাঠামোয় খুঁজে নিয়েছিল নিজেদের অবস্থান।

পূর্ব বাংলার বাঙালিদের মনে অসম্ভোষের প্রথম প্রকাশ ঘটে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। মূলত যার শুরু ১৯৪৮ থেকে। ভাষার মর্যাদার অল্লৈ এই আন্দোলনের বাহ্যিক ক্ষরণ হলেও এর গভীরে পর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান এই দুটো অঞ্চলের সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রশ্নও নিহিত ছিল। তারপর আন্দোলন যে পথে অগ্রসর হয়েছে তার মূল লক্ষ্য ছিল স্বাধিকার ও স্বায়ন্তশাসন। ১৯৫৪ সালের যুক্তফুন্টের ২১ দফাতেও স্বায়ন্তশাসনের প্রশ্নটিই ছিল মুখ্য। ১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়নকালেও প্রাদেশিক স্বায়ন্তশাসনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির দাবি জানিয়েছিলেন (অসমাণ্ড আত্মজীবনীঃ ২০২২:২৯৪)। ১৯৬৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলের জাতীয় সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনি কমিটিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি পেশ করেন। স্বায়তশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটি ছিল একটি বাঁক, বলা যেতে পারে একটা যুগান্তর ঘটে গেলো এই ৬ দফায়। প্রথমবারের মতো ফেডারেল কাঠামোয় প্রাদেশিক শাসনের সুস্পষ্ট দাবি সন্নিবেশিত হলো- যার ভেতরে প্রচ্ছন্ন ছিল স্বাধীনতার স্বপ্ন। এ জন্যই ৬ দফাকে বাঙালির মুক্তির সনদ নামে অভিহিত করা হয়। তখন আইয়ুব খান ভীত হয়ে বঙ্গবন্ধুকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দিয়েছিল। শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়েরের মূল কারণ এটাই। ১৯৭০ সালের অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পূর্ববাংলার মানুষ এই ৬ দফার ডাকেই সাড়া দেয়। স্বাধীনতার প্রশ্নতি তখনো সামনে আসেনি। এই নির্বাচনের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে বাঙালির চূড়াস্ত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৯৭১ সালের ১ মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তুক জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা সমস্ত পরিস্থিতি পাল্টে দেয়, জনগণ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। সারা বাংলায় মুহুর্তে ছড়িয়ে পড়ে বিক্ষোভের অগ্নিক্ষুলিঙ্গ। তখনই স্বাধীনতার দাবি সামনে আসে। এতদিন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন স্বাধিকার, স্বায়ন্তশাসন ও স্বশাসনের দাবিতে মুখর ছিল তাতে বোনা হয় স্বাধীনতার স্বপ্ন। ৭ই মার্চের জনসভাকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধুর প্রতি ছাত্র-জনতার স্বাধীনতা ঘোষণার চাপও বাড়াতে থাকে। আমরা বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার কাছে গুনেছি এই কঠিন সময়ে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব বঙ্গবন্ধকে পরামর্শ দিয়েছিলেন 'তোমার চেয়ে বাংলার মানুষকে ভালো কে জানে। ভোমার মন যা চায় তুমি তাই বলবে'। একদিকে নানা জল্পনা কল্পনা, অন্যদিকে পাকিস্তান বাহিনির সামরিক প্রস্তুতি —যেন অঘোষিত এক যুদ্ধাবস্থা।

এই অনিশ্চিত, কঠিন ও অগ্নিগর্ভ সময়ে ৭ই মার্চের বিকেলে বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিব রেসকোর্স মাঠের মঞ্চে এসে দাঁডালেন। তাঁর কথা শোনার অপেকায় লক্ষ লক্ষ মান্য সমবেত। আর রেডিওর সামনে বসে সারা দেশের কোটি কোটি মানুষ। প্রতীকী অর্থেও যদি বলি সেই বিকেলে কিছু সময়ের জন্য থমকে গিয়েছিল বাঙালির ইতিহাস --কী বলবেন বঙ্গবন্ধু? কালো মুজিব কোট আর সাদা পাঞ্জাবি পরা বঙ্গবন্ধু সাদা কাপড়ে ঢাকা টেবিলে চশমাটা বেখে দবাজ কঠে উচ্চারণ করলেন, 'ভায়েরা আমার.. তারপর একে একে আঠারো মিনিটের বজ্রনির্ঘোষে যা বললেন তাতে বদলে



পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতার ভাষণ এটি এবং সেইসঙ্গে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ ভাষণ। এই ভাষণ পৃথিবীর ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে অভিষিক্ত করেছে Poet of Politics বা রাজনীতির কবির মর্যাদায়। এ ভাষণে ইতিহাস চেতনা, আত্মত্যাগ, স্বাধীনতার আহ্ববান ও যুদ্ধ পরিকল্পনা ছিল এক সূত্রে গাথা।

শেখ হাসিনা লিখেছেনঃ

'বিশ্বের বিখ্যাত যত ভাষণ বিশ্ব নেতারা দিয়েছেন, সবই ছিল লিখিত, পূর্ব প্রস্তুতকৃত ভাষণ। আর ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল সম্পূর্ণ স্বতঃস্কৃত উপস্থিত বক্তৃতা। এই ভাষণ ছিল একজন নেতার দীর্ঘ সংগ্রামের অভিজ্ঞতা ও আগামী দিনের কর্ম পরিকল্পনা। একটা যুদ্ধের প্রস্তুতি। যে যুদ্ধ এনে দিয়েছে বিজয়। বিজয়ের রূপরেখা ছিল এ বজুতায় যা সাত কোটি মানুষকে উত্বন্ধ করেছিল। ছিল ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা।' (শেখ হাসিনা 'ভাইয়েরা আমার' দেশ, কলকাতা, ২০১৯)।

এই ভাষণের আরেকটি বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো এর মাধ্যমে 'বঙ্গবন্ধু' পরিণত হলেন সার্বভৌম একজন নেতায়। ব্যক্তির সার্বভৌমতু সৃষ্টি হয় নেতার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব -- ক্ষমতায় নয়। অন্যদিকে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সৃষ্টি হয় স্বাধীনতায়। ১৯৭১ সালে ২৬ শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন তখন থেকেই বাংলাদেশ সার্বভৌম রাষ্ট্র। তার পূর্বে বঙ্গবন্ধু ক্ষমতায় ছিলেন না, কিন্তু ছিলেন জাতির মুকুটহীন রাজা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মার্চের ২ তারিখ থেকেই অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন- বস্তুত তখন থেকে পূর্ব পাকিস্তানের সবকিছু তাঁর নির্দেশে চলছিল। বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চে ভাষণে অসহযোগ আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ পেল। সেই সঙ্গে তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের লক্ষ্যে বেশকিছু নির্দেশনা দিলেন। সর্বস্তরের জনগণ সে নির্দেশ পালন করেছে স্বতঃস্কৃতিভাবে। পরবর্তী সময়ে ৩৫টি নির্দেশনা জারি করা হয়েছিল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে। জাতি এসব নির্দেশও অনুসরণ করেছে ঐক্যবদ্ধভাবে। কার্যতঃ পূর্ব পাকিস্তানের সকল কর্তৃত্ব চলে গিয়েছিল বঙ্গবন্ধুর হাতে। অচল হয়ে পড়েছিল সরকার। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে পরিচালিত হয়েছে সবকিছু। জাতি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সংগ্রামে এ ধরনের সার্বভৌম নেতার আবির্ভাবের উদাহারণ

বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ ছিল অত্যন্ত কৌশলী এক ভাষণ। একদিকে পাকিস্তানি বাহিনির রণপ্রস্তুতি ও গণহত্যার হুমকি, অন্যদিকে নেতার ওপর জনগণের অপরিসীম প্রত্যাশা। তিনি কি একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন যাকে বলে UDI বা Unilateral Declaration of Independence? না অন্য পস্থা অবলমন করবেন? এই প্রশ্ন তখন সামরিক ছাউনি, কুটনৈতিক পাড়া ও দেশের সর্বত্র।স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য তাঁর ওপর তখন বিভিন্ন মহলের প্রবল চাপ। সে সময়ের পরিস্থিতি বোঝার জন্য আমি ২৫শে মার্চের গণহত্যার নীল নকশাকারীদের অন্যতম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনির মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজার A Stanger in My Own Country: East Pakistan 1969-1971 থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

In case Sheikh Mujib attacked the integrity of the country and proclaimed the Universal Declaration of Independence, I would discharge my duty without hesitation and with all the power at my command. I would have the army march in immediately with orders to wreck the meeting, and, if necessary raze Dhaka to the ground (Raja 2012:62)

সাধারণতঃ বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণকে ভূলনা করা হয় কয়েকটি বিখ্যাত ভাষণের সঙ্গে যেমন; আমেরিকার গৃহযুদ্ধে নিহতদের স্মরণে আব্রাহাম লিংকনের Gettisburg Address, চার্চিলের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন ভাষণ We shall Fight on the Beaches এবং মার্টিন লুথার কিং এর I have a Dream ভাষণের সঙ্গে। প্রথম দুটি যুদ্ধকালীন সময়ে প্রদত্ত - তৃতীয়টি ছিল নিগ্লোদের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত। কিন্তু এ সব ভাষণের সময় জনসভাস্থলে আক্রমণ করার জন্য কোনো বাহিনি ট্যাংক কামান প্রস্তুত করে রাখেনি। বঙ্গবন্ধু যে ধরনের ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জাতিকে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন এরকম দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে পাওয়া যায়। না। সে জন্যই সার্বিক বিচারে এই ভাষণ যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে প্রদন্ত শ্রেষ্ঠ ভাষণ।

বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণ ছিল স্বতঃক্ষুর্ত। তাঁর দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে উৎসাহিত এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু জাতির অস্তরাত্মাকে আবিষ্কার করেছিলেন।

একদিকে জাতিকে স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাক ও নির্দেশনা দিয়েছেন অন্যদিকে রক্তপাত এড়িয়েছেন, আলোচনার পথ খোলা রেখেছেন যাতে বিশ্ববাসী তাঁকে বিচ্ছিন্নতাবাদী না ভাবে। কৌশলে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন তবে সেটি UDI ছিল না। বাঙালি সময় পেয়েছে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার। অন্যদিকে বিশ্ববাসীও বুঝেছে তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী নন, স্বাধীনতাকামী। পাকিস্তানে বাঙালিরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, বিচ্ছিন্ন হলে পশ্চিম পাকিস্তানিরা হবে, বাঙ্জালিরা নয়। -- এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু সচেতন ছিলেন। বিখ্যাত Newsweek পত্রিকার সাংবাদিক লরেন জেনকিন্সকে তিনি বলেছিলেন 'We are the majority, we cannot secede : they the westerners, are the minority, and it is up to them to secede (নিউজউইক, ৫ এপ্ৰিল ১৯৭১), আমরা জানি ১৯৬৭ সালের ৩০ শে মে লেঃ কর্নেল উজুকুর নেতৃত্বে নাইজেরিয়ার বায়ফ্রা প্রদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল কিন্তু তারা বিশ্ববাসীর স্বীকৃতি পায়নি। অধিকাংশ দেশ উজুকুকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দেয়। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত বায়াফ্রা স্বাধীন থাকলেও পরে বাধ্য হয়েছে নাইজেরিয়ার অন্তর্ভুক্ত থাকতে। নাইজেরিয়ার বিখ্যাত লেখক চিনুয়া আচিবি এ নিয়ে There Was a Country নামে একটি বই লিখেছেন। ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু যদি প্রজ্ঞা ও কৌশলের পরিচয় না দিতেন, যদি তাৎক্ষণিক আরেগতাড়িত হয়ে সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন, তাহলে আমাদের ইতিহাসও হয়তো বায়ফ্রার মতো হতো।

এই ভাষণের তাৎপর্য ব্যাপ্তি ও মহিমা আজ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে। এটি আজ সকল মুক্তিকামী মানুষের ভাষণ। ২০১৭ সালে ইউনেস্কো ৭ই মার্চের ভাষণকে বিশ্বের প্রামাণ্য ঐতিহ্যের (World Documentary Heritage) এর অংশ হিসেবে শীকৃতি দিয়ে The memory of the world international register এর তালিকাভুক্ত করেছে। যেসব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের অসীম বৈশ্বিক তাৎপর্য আছে সেগুলোই এই আন্তর্জাতিক রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ সংক্রান্ত এক পত্রে ইউনেস্কো জানিয়েছে যে এই রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ৭ ই মার্চের ভাষণের ব্যতিক্রমী গুরুতু প্রতিফলিত হয়েছে এবং এর তাৎপর্য হচ্ছে বিশ্ব মানবতার কল্যাণে এই ভাষণকে সংরক্ষণ করা। এই ভাষণ এখন চিরায়ত ভাষণ- প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম উদুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হবে এই ভাষণের অনন্য ও উন্দীপনাময় বক্তব্যে। বস্তুত এই ভাষণেই মার্চ মাসকে পরিণত করেছে বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রের জন্মাসে-- আমাদের স্বাধীনতার মাসে। 🛘

লেখক: একুশে পদক ও বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরকার প্রাপ্ত কবি ও প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মুখ্য সচিব।





২২ ফাল্পন ১৪২৯ ০৭ মার্চ ২০২৩

আজ বাঙালি জাতির জীবনে এক অবিম্মরণীয় দিন। বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের এই দিনে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দান বর্তমানে শহিদ সোহরাওয়াদী উদ্যানে দাঁডিয়ে বজ্রকণ্ঠে রচনা করেছিলেন ১৮ মিনিটের এক মহাকাব্য। এই মাহেন্দ্রফণে আমি গভীর শ্রন্ধায় প্রথমেই স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে । কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহিদ, দুলাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোন এবং অগণিত বীর মুক্তিযোদ্ধাকে- যাঁদের মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জন করেছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং বাংলাদেশ একই সূত্রে গাঁথা। পূর্ব বাংলার মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায় এবং পৃথিবীর মানচিত্রে তাঁদের জন্য একটি স্বাধীন ভূখণ্ড প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতির পিতা শেখ মুজিব পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ২৪ বছর লড়াই-সংগ্রাম করেছেন, জেল-জুলুম-অত্যাচার সহ্য করেছেন এবং সকল আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। একমাত্র তিনিই ছিলেন হাজার বছরের শোষিত-বঞ্চিত বাঙালিদের মধ্যে সবচেয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ '৭০-এর নির্বাচনে একক সংখ্যাগড়িষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু, পাকিস্তানিরা আওয়ামী লীগের হাতে দেশ পরিচালনার দায়িত অর্পণ না করে নানা টালবাহানা শুরু করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ৭ই মার্চের ভাষণের মাধ্যমে তিনি আমাদের 'স্বাধীনতা' নামের এক অমরবাণী তনান এবং সংগ্রামের মাধ্যমে শৃঙ্খলমুক্তির পথ দেখান। তথু তাই নয়, তিনি বীর বাঙালিদের অবশ্যম্ভাবী বিজয়কে উৎকীর্ণ করেন তাঁর ভাষণের শেষ দু'টি শব্দে- 'জয় বাংলা' স্লোগানে। রাজনীতির কালজয়ী কবি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এই ভাষণের মাধ্যমে দেশের শাসনভার জনগণের হাতেই তলে দেন. ক্ষমতাকে কি করে নিয়ন্ত্রিতভাবে সকলের কল্যাণে ব্যবহার করতে হয় তাও বুঝিয়ে দেন, শিখিয়ে দেন আত্মরক্ষামূলক কিংবা প্রতিরোধক সমরনীতি. যুদ্ধকালীন সরকার ব্যবস্থা এবং অর্থনীতি। সেই মর্মস্পর্শী বজ্রনিনাদ ৭ কোটি বাঙালির হৃদয়কে বিদ্যুৎ গতিতে আবিষ্ট করেছিল। একটি ব্রিটিশ পত্রিকা বঙ্গবন্ধ ভবনকে ১০-ডাউনিং স্ট্রিটের সঙ্গে তুলনা করেছিল। এমনকি ঢাকায় রাষ্ট্রপতির বাসভবনে বাঙালি বাবুর্চি ইয়াহিয়া খানের জন্য রান্না বন্ধ করে দিয়েছিল। ২৫শে মার্চ পর্যন্ত দেশের প্রতিটি মানুষ ইয়াহিয়ার শাসনকে অগ্রাহ্য করে শেখ মুজিবের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। সেই রাতে পাকিস্তানি শাসক তাঁকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার হওয়ার পূর্বেই তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বাংলার দামাল ছেলেরা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে নয় মাস যুদ্ধ করে পাকিস্তানিদের বাংলার মাটিতে পরাস্ত করে ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীনতার লাল সূর্য ছিনিয়ে আনে। বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তানে বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি দেশে ফিরে আসেন এবং তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। মাত্র সাড়ে তিন বছরেই তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিকে একটি উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরিত করেন। দুর্ভাগ্য, '৭৫-এর ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে '৭১-এর পরাজিত শত্রুদের এদেশীয় দোসররা পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়। তারা ৭ই মার্চের ভাষণ নিষিদ্ধ করে, 'জয় বাংলা' স্লোগানও নিষিদ্ধ করে। ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধু মুজিবের নাম মুছে দিতে

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত গ্রহণের পর খুনি মোস্তাক-জিয়ার আনীত দায়মুক্তি অধ্যাদেশ বাতিল করে এবং জাতির পিতা হত্যাকাণ্ডের বিচার শুরু করে। পরবর্তীতে আমরা ২০০৯ সাল থেকে পরপর তিন দফা সরকার গঠন করে জাতির পিতার আদর্শে দেশের সার্বিক উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করি। জাতির পিতা হত্যার বিচারের রায় কার্যকরের মধ্য দিয়ে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করি; ফলে জাতি গ্রানিমুক্ত হয়। আমরা সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ প্রণয়ন করে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণকে সংবিধানের ১৫০(২) অনুচ্ছেদের পঞ্চম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করি। ২০১৩ সালে Jacob F. Field প্রকাশিত ২৫০০ বছরের বিশ্বসেরা যুদ্ধকালীন ভাষণের সংকলন 'We Shall Fight on the Beaches : The Speeches That Inspired History'-এ এই ভাষণ অন্যতম হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। জাতিসংঘের ইউনেক্ষো ২০১৭ সালের ৩০শে অক্টোবর এ ভাষণকে 'বিশ্ব-ঐতিহ্য দলিল' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। শুধু তাই নয়, ইউনেস্কো মনে করে এ ভাষণটির মাধ্যমে জাতির পিতা প্রকারান্তরেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। জাতির পিতার ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের বিশ্বস্বীকৃতি আজ বাঙালি জাতির জন্য এক বিরল সম্মান ও গৌরবের স্মারক। আমাদের হাইকোর্টের রায়ের উপর ভিত্তি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ 'জয় বাংলা'-কে জাতীয় স্লোগান ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

আমাদের সরকারের গৃহীত উদ্যোগের ফলে বিশ্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছি। ২০৪১ সালে দেশকে 'স্মার্ট বাংলাদেশে' রূপান্তরিত করব। আমি বিশ্বাস করি 'জয় বাংলা' স্লোগান এবং জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৭ই মার্চের ভাষণ আমাদের উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে তুরান্বিত করতে অনুপ্রেরণা

> জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধ বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। Par ENDAN